ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 140 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪০ ● কলকাতা ● ১০ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● সোমবার ● ২৫ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

নবান্নে সব দফতরের সচিবদের বৈঠকে ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে পালাবদল হতেই প্রত্যেক জেলাতে গিয়ে প্রশাসনিক সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আবার নবান্নে সচিবদের সঙ্গেও বারবার বৈঠক করেছেন তিনি। এমনকী দু'বার মন্ত্রিসভার বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার রাত পোহালেই আবার জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী।তাছাড়া মাত্র একসপ্তাহ হাতে সময় রয়েছে। তার পরই মহিলাদের আর্থিক উন্নতিতে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্প চালু করবে বিজেপিশাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে ৩,০০০ টাকা করে পাবেন রাজ্যের মহিলারা। সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে প্রকল্পের টাকা। চলতি বছর ১৮ মে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই অনুমোদন পায় 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। ওই দিনই এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে জানান রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ১৯ মে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে অর্থ দফতর।সেখানে সব দফতরের সচিবদের ডাকা হয়েছে। নবান্নে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসতে চলেছে। সোমবার যে বৈঠক হতে চলেছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এদিকে সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ সব দফতরের সচিবদের নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নানা বিভিন্ন দফতরের একাধিক প্রকল্প নিয়েই এই বৈঠক হতে চলেছে বলে খবর। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত দু'বার দফতরের সচিবদের নিয়ে

এরপর 5 পাতায়

পর্ব 299

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিছু তো আমার ভিতরে আছে, যা বাইরে বার করবার দরকার আছে। কোন জ্ঞানের ভাণ্ডার ভিতরে আছে, যা বিতরণ করতে হবে। তা কি, এই প্রশ্ন এখনও উত্তরহীন ছিল, কিন্তু গুরুদেবের কথা থেকে বাইরের খোঁজ বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে খোঁজা, বাইরে পথভ্রান্ত হয়ে ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল আর নিজেরই ভিতর খোঁজা শুরু হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

শিয়ালদহে সফলভাবে সমাপ্ত হলো ১৯তম রোজগার মেলা

স্মৃতি সামন্ত,কলকাতা

ভারত সরকারের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির চলমান মিশনে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে, রোজগার মেলার ১৯তম পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি এই মেগা নিয়োগ অভিযানের উদ্বোধন করেন, যা দেশজুড়ে ৪৭টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৫১,০০০-এরও বেশি নির্বাচিত প্রার্থীকে একযোগে চাকরির নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি মেলার স্থানগুলির সাথে যুক্ত হয়ে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্ত কর্মীদের সরাসরি সম্বোধন করেন এবং তাঁদের একটি সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল বিকশিত ভারতের চালিকাশক্তি বলে অভিহিত করেন।

এই দেশব্যাপী উদ্যোগের কলকাতা পর্বের আয়োজন করেছিল পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ, ডঃ বি.সি. রায় অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানটি আরও মহিমান্বিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে, অনুষ্ঠানটি আরও বাস্তবায়নের পরিণত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্কর, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা এবং অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা।

ফালাকাটায় জলস্বপ্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ,তদন্তের দাবি শাসক দলের

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটায় জলস্বপ্ন পানীয় জল প্রকল্পকে কেন্দ্র করে একের পর এক অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। দক্ষিণ ফালাকাটা-সহ বিভিন্ন এলাকায় পাইপলাইন বসানো হলেও বহু বাড়িতে এখনও পর্যন্ত পানীয় জল পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। কোথাও জল সরবরাহ শুরু হলেও অধিকাংশ জায়গায় পাইপ ফেটে রাস্তায় জল নষ্ট হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।জানা গিয়েছে, ২০২০ সালে প্রায় ১৭কোটিরও বেশি টাকার বরাদ্দে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।লক্ষ্য ছিল প্রায় ১২হাজার পরিবারের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া।সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভার নির্মাণ, উন্নতমানের পাইপলাইন বসানো এবং প্রত্যেক উপভোক্তার বাড়িতে কল সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, নির্ধারিত তিনটি রিজার্ভারের পরিবর্তে তৈরি

হয়েছে মাত্র দুটি। পাশাপাশি নিম্নমানের পাইপ ব্যবহারের ফলে বহু জায়গায় পাইপলাইন ফেটে গিয়েছে এবং মাটির যথাযথ গভীরে পাইপ না পোঁতার কারণে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পাইপ উপরে উঠে এসেছে।স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, বহু রাস্তা খুঁড়ে পাইপলাইন বসানোর পর তা আর মেরামত করা হয়নি। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, প্রায় ১২ হাজার পরিবারের জল সংযোগের কথা থাকলেও বাস্তবে সংযোগ পেয়েছে প্রায় ৬ হাজার পরিবার। অভিযোগ, বাকি বহু পরিবারের আধার কার্ড সংগ্রহ করা হলেও বাস্তবে জল সংযোগ দেওয়া হয়নি।এই ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছে শাসকদল।বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা অভিযোগ করে বলেন,তৃণমূল নেতা, ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু কর্মীর যোগসাজশে এই প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পিএইচই দপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলেও তিনি জানান।

বাংলায় 'সেকেন্ড বয়' সিপিএম, ফলতা পুনর্নির্বাচনে জামানত জব্দ স্বঘোষিত পুষ্পার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একদশক কেটে গিয়েছে। রাজ্য-রাজনীতিতে বিরোধী আসনে বসে থাকতে হয়েছে সিপিএমকে। যারা একদা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, শূন্যর গেরো কাটছিল না এই বামপন্থী দলের। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ডোমকল আসনটি জিতে শূন্যের গেরো কেটেছে। শুধু তাই নয়, একদশক পর ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল সিপিএম।এছাড়া কংগ্রেস পর্যন্ত এখানে তৃণমূলের থেকে বেশি ভোট পেয়েছে। তাই তারা তৃতীয় স্থানে। ঘাসফুলের গড়ে পদ্মফুল ফোটার আনন্দে রাস্তায় আজ গেরুয়া আবির উড়ছে। আর সর্বহারা দল বলে দাবি করা সিপিএম এখন আশার আলো দেখতে শুরু করেছে। কারণ সিপিএম ৪০ হাজার ৬৪৫ ভোট পেয়েছে। কংগ্রেস ১০ হাজার ০৮৪ ভোট পেয়েছে। আর তৃণমূল ৭৭৮৩ ভোট পেয়েছে। সেখানে বিজেপি ১ লাখ ৪৯ হাজার ৬৬৬ ভোট পেয়ে ফলতা আসন দখল করেছে। এভাবেই সিপিএম উঠে এল দ্বিতীয় স্থানে। এই ফলের পরই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'ফলতার প্রান্তিক মানুষের স্বীকৃতি এই ফলাফল। এভাবেই আমরা আবার গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করব।' এই ফলাফলের শতাংশ

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বাংলায় 'সেকেন্ড বয়' সিপিএম, ফলতা পুনর্নির্বাচনে জামানত জব্দ স্বঘোষিত পুষ্পার

বিচার করলে দাঁড়াচ্ছে, বিজেপি-৭১ শতাংশ, বামফ্রন্ট-১৯.৩৪ শতাংশ, কংগ্রেস-৪.৮ শতাংশ এবং তৃণমূল-৩.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে।রাজ্য-রাজনীতিতে এখন সেকেন্ড বয়। অনেকে বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এই নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ায় ফায়দা পেয়েছে সিপিএম। তাই দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বঘোষিত পুষ্পা জাহাঙ্গির খান ফলতা পুনর্নির্বাচন থেকে সরে গিয়েছে বিজেপির কাছে হেরে যাবেন বলেই। এই কথাও অনেকে বলছেন। বাংলার ক্ষমতা থেকে ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে আবার হারতে হবে বুঝেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। শেষবার ২০১৬ সালে দ্বিতীয় হয়েছিল সিপিএম। আগে ফার্স্ট বয় তৃণমূল এবার চতুর্থ স্থানে। এই পরিস্থিতিতে সিপিএম খানিকটা অক্সিজেন পেতে শুরু করেছে। এখন আলিমুদ্দিনের অনেক নেতারাই ভাবতে শুরু করেছেন, আগামীদিনে রাজ্য-রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে সিপিএম।

অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবারের এখনও সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং এই পরাজয় কার্যত তাঁরই পরাজয়। কারণ জাহাঙ্গির তাঁরই দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ৪০ হাজার ৬৪৫ প্রাপ্ত ভোট পেয়েছেন সিপিএমের প্রার্থী শম্ভুনাথ কুর্মি। আর ফলতায় ১ লাখ ৪৯ হাজার ৬৬৬ ভোটে জিতল বিজেপি এই বিধানসভা কেন্দ্রটি। এই ফলাফল প্রমাণ করল, ফলতাবাসী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথা রাখলেন। সেখানে বিরোধী পরিসরের শূন্যস্থান পূরণের খানিকটা চেষ্টা করল সিপিএম। সেখানে ভোটের দিন থেকে ফলাফল পর্যন্ত অন্তরালেই রইলেন পুষ্পা। অভিষেকের গড়ে জামানত জব্দ হল তৃণমূলের। বিপুল ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা। ডায়মন্ডহারবার মডেলে ধাক্কা তৃণমূলের।

ফলতায় রেকর্ড ব্যবধানে জয়ী বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সকাল থেকে যা ট্রেন্ড ছিল, ফলাফলেও স্পষ্ট হল সেটাই। ১ লক্ষ ৮ হাজার ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির দাপট অব্যাহত। তৃণমূলের গড়ে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ওরফে 'পুষ্পা' ৫১৩৪ ভোট পেয়ে এখনও চতুর্থ স্থানেই।পালাবদলের বাংলায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল সিপিএম। বিধানসভা পুনর্নির্বাচনের ফল আজ রবিবার। গত ২১ মে ভোটগ্রহণ হয় ফলতায়। ভোটের আগেই কার্যত হাল ছেড়ে দিয়েছিল তৃণমূল। ফলতার ধারেকাছে দেখা যায়নি এলাকার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ভোটের দিন বাড়িতে তালা ঝুলছিল তৃণমূল প্রার্থী 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানের। ফলাফলেও দেখা গেল সেই ছবি। বরং তৃণমূলকে চতুর্থ স্থানে রেখে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল বাম। ১৯ রাউন্ডের গণনা শেষে ফলতায় বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৭৩। ৩৮২৬৫ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম। এ ছাড়া, কংগ্রেস ৯৭৫৮ এবং তৃণমূল ৫৯১৪টি ভোট পেয়েছে। তবে কি তৃণমূলের ভাঙন থেকেই নিজেদের হারিয়ে যাওয়া জমি ফিরে পেতে শুরু করেছে বামেরা?

এই নির্বাচন ঘিরে নাটকীয়তা অন্য মাত্রা পায় ভোটের প্রচারের শেষদিনে স্বঘোষিত 'পুষ্পা' তথা তৃণমূলের চর্চিত প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণায়।যদিও মনোনয়ন তুলে নেওয়ার নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে তিনি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ব্যালটে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে নাম ছিল তাঁরই। ২১ মে-র ভোটে বেনজির অশান্তি আর কারচুপির অভিযোগ ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রে। তার পুনরাবৃত্তি রুখতে কড়া নিরাপত্তায় গত বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন।

(১ম পাতার পর)

নবান্নে সব দফতরের সচিবদের বৈঠকে ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি যে সংকল্পপত্র সামনে নিয়ে এসেছিল বিধানসভা নির্বাচনের সময় সেগুলিই এবার বাস্তবায়িত করতে চাইছে রাজ্য সরকার। একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর। আগামী ১ জুন থেকে একাধিক প্রকল্প কার্যকরী হতে চলেছে। তাই সোমবার এই বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে আজ, রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক- দু'দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ এই সফর। কারণ নন্দীগ্রামে সভা রয়েছে তাঁর। নির্ধারিত সূচি থেকে জানা যাচ্ছে, বিকেল ৪টে নাগাদ নন্দীগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে অভিনন্দন জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। আর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ হবে প্রশাসনিক বৈঠক। ছুটির দিনেও নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তার পরদিনই নবান্নে হবে সচিবদের নিয়ে জরুরি বৈঠক। জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, প্রশাসনিক কাজের অগ্রগতি এবং নানা পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

পুরসভা-পঞ্চায়েতে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, অভিযোগ মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে পালাবদলের পর এবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণতার অভিযোগ তুললেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের হাতে থাকা পুরসভা, পঞ্চায়েতগুলিতে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করার পাশাপাশি ভোটেও অস্বচ্ছতার অভিযোগে ফের সরব হয়েছেন মমতা।গতকালই কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ

পোল্লেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দলীয় কাউন্সিলরের পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'দলীয় অফিস ভাঙা হয়েছে। সুদীপ পোল্লে বড়িশা ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। পহেলগাঁওয়ের নিহতদের পরিবারকে দেখেন তিনি। তাঁকে গ্রেফতার করলেন।অনেকে খুন হয়েছেন। অনেককে জোর করিয়ে পদত্যাগ করানো হয়েছে। কলকাতা পুরসভায় কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমিও একদিন প্রশাসন চালিয়ে এসেছি। আমি জানি প্রশাসন ও দলের কী কাজ, বোর্ডের কী কাজ। আমার সময়ে ৩০ শতাংশ পঞ্চায়েত বিরোধীদের ছিল। আমরা

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

মহিলাকে উত্যক্তে প্রতিবাদ করায় আইনজীবীকে প্রকাশ্য রাস্তায় ধারালো অস্ত্রের কোপ

প্রকাশ্য রাস্তায় মহিলাকে উত্যক্ত করার অভিযোগ। প্রতিবাদ করতেই বিজেপি নেতা তথা আইনজীবীর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ। রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি কোপ। গুরুতর জখম অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কিরণ সাহা।এরপরই স্থানীয়রা অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে চাঁচল আশাপুর রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান চাঁচল থানার আইসি জয়দেব ঘোষ। দীর্ঘ আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনায় যে যুক্ত তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে। স্থানীয় থানার আইসি দাবি করেন যদি সাধারণ মানুষ এলাকার ঠিক মতো আদালতে সাক্ষ্য দান করেন তাহলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার সর্বোচ্চ শাস্তি যাতে হয় সেই উদ্যোগ নেবে চাঁচল থানার পুলিশ। এই দিন আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তাকে হাসপাতালে দেখতে ছুটে যান মালদা জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি রতন দাস সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

রবিবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মালদার চাঁচল থানার আশাপুর এলাকায়। ঘটনায় অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে চাঁচল আশাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় স্থানীয়দের পক্ষ থেকে।পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

কয়েক মাস আগে এলাকার এক মহিলাকে প্রকাশ্যে উত্যক্ত করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেন স্থানীয় বিজেপি নেতা ও আইনজীবী কিরণ সাহা। মহিলাকে উত্যক্তের ঘটনায় জড়িত হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ঠিক তার কয়েকমাস পরেই রবিবার দুপুরে প্রকাশ্যে প্রতিবাদকারীকে চপার দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পনেরোতম পর্ব)

গাথাকাব্য। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসাবিজয় কাব্যে মনসার জন্ম ও অন্যান্য উপাখ্যানগুলি সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে।

মনসাবিজয় কাব্য থেকে জানা যায়, বাসুকীর মা একটি ছোটো মেয়ের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। শিবের বীর্য এই মূর্তি স্পর্শ করলে মনসার জন্ম হয়। বাসুকী তাঁকে নিজ ভগিনীরূপে গ্রহণ করেন। বাসুকী তার কাছে গচ্ছিত শিবের ১৪ তোলা বিষ মনসাকে দেন। রাজা পৃথু পৃথিবীকে গাভীর ন্যায় দোহন করলে উদগত বিষের দায়িত্বও বাসুকী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

পুরসভা-পঞ্চায়েতে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, অভিযোগ মমতার

জোর করে বন্ধ করিনি। কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল বলে, সমস্ত ধরনের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেয়েছে তারা। ৫ বছর আমাদের টাকা আটকে রেখেছিল। এটা এখন পরিষ্কার।'

নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতার প্রশ্ন, 'এটা কি সত্যিই ভোট হয়েছে? নাকি ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি করে প্রায় এক কোটি নাম বাদ দিয়েছে। কাউন্টিং সেন্টারে রিগিং করেছে। বিজেপির লোকেরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর পোশাক পরে ঢুকে গিয়েছিল। এজেন্টদের আইডি কার্ড কেড়ে নিয়েছেন। যিনি গদিতে বসেছেন তাঁর নাম নিতে ভাল লাগে না। অনেক দিন ধরে চিনি। আমি সহ বিরোধীদের বার করে দেওয়া হয়। মানুষ দোষী নয়। আমরা ২০০ র বেশি আসন পেতাম। সেটাকে উলটে দিয়েছেন। যদি সত্যি জিতে থাকতেন, তাহলে মানুষের মধ্যে আনন্দ নেই কেন?'

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণতার অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'আজ রক্ষক হয়ে গিয়েছে ভক্ষক। আমরা ২০১১ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাতে বলেছিলাম। আর এবার রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন হল না। রোজ পুরসভার কাউন্সিলরদের গ্রেফতার করছেন। যারা চোর চোর বলছে তারা বহিরাগত। বাংলার সংস্কৃতি জানেনা। তাই বুলডোজার চালাচ্ছে। মেয়র জানে না, চেয়ারম্যান জানে না, অথচ পুরসভা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। হিয়ারিংয়ে না ডেকে, গায়ের জোরে যা ইচ্ছে করছে।'

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুখ দুঃখে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে ওঠে এবং একটা সময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে । তেমনি শনিদেবের প্রতি অবিচার, অনাচার হয়েছিল আর সেই রাগে নিজেকেই , শক্তিশালী হয়ে মনের ভেতর থেকেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পালাবদল হতেই পুরুলিয়ায় চলল বুলডোজার, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ দোকানপাট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে পালাবদল হতেই পুরুলিয়া শহরের রাস্তায় নামল বুলডোজার। কয়েক দশক ধরে পুরুলিয়া শহরের ফুটপাত দখল করে চলছিল দোকানগুলি। দীর্ঘদিন ব্যবসায়ীদের উঠে যাওয়ার কথা বলা হলেও তাঁরা কথা কানে তোলেননি বলে অভিযোগ। রবিবার (২৪ মে) দুপুরে অবৈধ দোকানপাট ভাঙার কাজ শুরু করে পুরুলিয়া পুরসভা ও পুলিশ।বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমেই বলেছিল কোনওরকম বেআইনি নির্মাণ তারা রাখবে না। সেই মতো কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে বেআইনি নির্মাণের অংশ। রবিবার ছুটির দিনে সকাল থেকে কলকাতার একাধিক এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অভিযানে নামে কলকাতা পুরসভা। এদিন তিলজলা, কসবার বোসপুকুর এবং বেলেঘাটায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হয়। নোটিস আগেই দেওয়া হয়েছিল। তবে সদুত্তর না পেয়ে 'অবৈধ' বিল্ডিংগুলিভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে বলে খবর।পুরুলিয়া শহরের জেলা আদালত মোড় থেকে শুরু করে জেলাশাসক দফতর লাগোয়া রাস্তায় অস্থায়ী দোকানগুলি উচ্ছেদ করা হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

দোকানের মালিকরা জানিয়েছেন, বহু বছর ধরে তারা অস্থায়ীভাবে দোকান চালিয়ে আসছেন। এর জন্য এলাকার প্রতিটি অস্থায়ী দোকান থেকে ১০ টাকা করে ট্যাক্স নিত পুরসভা। আজ পুরসভা কর্তৃপক্ষ এসে নির্দেশ দিয়েছেন দোকানের জিনিসপত্র অন্যত্র সরাতে হবে এবং অস্থায়ী দোকানগুলি ভাঙ্গা হবে। সেই মতো দোকানের মালিকেরা সকাল থেকে পুরুলিয়া শহরের জেলা আদালত মোড়ের রাস্তার ধারে ফুটপাত দখল করে থাকা দোকানগুলোর জিনিসপত্র সরানোর কাজ শুরু করেছেন।

পালাবদল হতেই পুরুলিয়ায় চলল বুলডোজার, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ দোকানপাট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জেলায় জেলায় তৃণমূল কর্মীদের হাতে হেনস্তার শিকার হয়েছে বিজেপি কর্মীরা, এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। একাধিক কর্মীকে খুন করা হয়েছে, ভাঙচুর করা হয়েছে কর্মীদের বাড়ি। রবিবার নন্দীগ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানালেন, 'সবকিছুর হিসেব হবে।' কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'চাইলে তৃণমূল কর্মীদের বাড়ির ইট খুলে নিতে পারেন আপনারা।উল্লেখ্য, ছাব্বিশের ভোটে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। তৃণমূলকে সরিয়ে এবার রাজ্যের রাশ বিজেপির হাতে তুলে দিয়েছে বাংলার মানুষ। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মীদের হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি বারবার কর্মীদের বলেছেন, যেন কেউ আইন হাতে না নেয়। কেউ অশান্তি করলে রাজনীতির রং না দেখে গ্রেপ্তারির কথাও বলেছেন তিনি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরাই রাতারাতি 'জামা পালটে' পুরনো সহযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করছেন। অর্থাৎ বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তাঁদের কর্মীরা কোনও অশান্তি করছেন না। এদিন শুভেন্দুও কর্মীদের বুঝিয়ে দিলেন, তাঁদের আইন হাতে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। দলই সব অন্যায়ের হিসেব নেবে।

কিন্তু এমন করবেন না, বিজেপি এটা করে না। আমার সব স্মরণে আছে, আমি ছাড়ব না।"

একুশের নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজ্য-রাজনীতি। বিজেপির তরফে বারবার দাবি করা হয়েছে, সর্বত্র তাঁদের কর্মীরা আক্রান্ত-হেনস্তার শিকার। বহু কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর রবিবার প্রথমবার নন্দীগ্রামে সভা করে তা নিয়েই মুখ খুললেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "২ বার হারা মুখ্যমন্ত্রী মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য পর্যন্ত দেয়নি।" এরপরই কর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "চাইলে তৃণমূল কর্মীদের বাড়ির ইট খুলে নিতে পারেন আপনারা। কিন্তু এমন করবেন না, বিজেপি এটা করে না। আমার সব স্মরণে আছে, আমি ছাড়ব না। সবকিছুর হিসেব হবে।"

ভারত-নেদারল্যান্ডস কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপরেখা [২০২৬-২০৩০]

(শেষ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক. ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী ও ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং এই বন্ধনে নতুন গতি সঞ্চারের অভিপ্রায় জানাতে হবে।

খ. পরস্পরের দেশে সুষ্ঠু অভিবাসন ও যাতায়াতের সুযোগ করে দিতে সংকল্পবদ্ধ থাকবে।

গ. অনিয়মিত অভিবাসন প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় যৌথভাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে।

ঘ. শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, ডক্টরাল গবেষক, সাধারণ গবেষক এবং তরুণ পেশাজীবীসহ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের সুষ্ঠু যাতায়াতের সুবিধার্থে সহযোগিতা করবে।

ঙ. যাতায়াত ও অভিবাসন বিষয়ক সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়ন করবে।

চ. 'ভারত-নেদারল্যান্ডস কনস্যুলার সংলাপ'-এর মাধ্যমে অমীমাংসিত কনস্যুলার বিষয়াবলি নিয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করবে।

৯. সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান

ক. ধারাবাহিক সংলাপ, বিনিময় কর্মসূচি এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঐতিহ্যবাহী স্থান ও ভবনসমূহের সংরক্ষণ ও সংস্কার বিষয়ক জ্ঞান বিনিময়।

খ. সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নে চলমান প্রচেষ্টাসমূহকে স্বাগত জানানো; যার মূল লক্ষ্য হলো নকশা (ডিজাইন), দৃশ্যকলা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পরিবেশনকলা এবং জাদুঘর খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা।

গ. সাংস্কৃতিক নিদর্শনাবলির প্রত্যাবর্তন ও পুনরুদ্ধারের অনুরোধসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।

ঘ. পারস্পরিক জ্ঞান ও বোঝাপড়া গভীরতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগসমূহকে উৎসাহিত করা; যার অংশ হিসেবে জাদুঘরগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ঙ. উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং পর্যটকদের যাতায়াত বৃদ্ধি করবে।

চ. দ্বিপাক্ষিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত ভারতীয় ও ডাচ জনগোষ্ঠী - পাশাপাশি নেদারল্যান্ডসে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়ের - অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করবে।

জমিজটে আটকাবে না রেলের কাজ, রাজ্যে ৬১ প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোনও রেল প্রকল্প আটকাবে না। ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পাবে বাংলার মানুষ। ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রক রাজ্যের জন্য ৬১টি রেলপ্রকল্প অনুমোদন করেছে। যেগুলো জমির জন্য আটকে ছিলও সে জটও কাটতে চলছে। শনিবার পূর্ব রেলের উদ্যোগে কলকাতা কেন্দ্রের রোজগার মেলা উপলক্ষে ড. বি সি রায় অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হয়ে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।এদিনের অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের জিএম মিলিন্দ দেউস্করের কথাতেও উঠে আসে রেল-রাজ্য সমন্বয়ের কথা। তিনিও বলেন, ''চন্দনপুর-শক্তিগড় ফোর্থ লাইন, কল্যাণী রানাঘাট থার্ড লাইন, রানাঘাট-বনগাঁ ডবল লাইনের মতো অনেকগুলো লাইনের কাজ আটকে ছিল। তাছাড়া লেভেল ক্রসিং বন্ধ করে ফ্লাইওভারের কাজও আটকে আছে ৫০-৬০ জায়গায়। সেগুলোর এবার দ্রুত কাজ হবে। রেলের সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয়ের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একজন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।''তিনি বলেন, ''রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৬১টি রেল প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছিলেন রেলওয়ে বোর্ড থেকে। কিন্তু জমির জন্য তা আটকে ছিল। সেসব বাধা সরাতে ইতিমধ্যেই আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। ৬১টা প্রকল্প এবার হবে। তারমধ্যে হিলি আছে, নন্দীগ্রামও রয়েছে। ৬ একর জমি দরকার, এতদিন বিগত রাজ্য সরকার তা দেয়নি। ডবল ইঞ্জিনের সুফল এবার বাংলা পাবে।''

পাশাপাশি শুভেন্দুর দাবি, ''জোকা থেকে দমদম মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। চিংড়িঘাটায় ৬৬৬ মিটারের জটিলতা ক্লিয়ার করেছি। পূর্ণ গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। এখানে এখন সেন্ট্রাল এবং স্টেট গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন একসঙ্গে কাজ করবে।'' একই কথা এদিন শোনা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের গলাতেও। তিনিও বলেন, ''রাজ্যে ৬১টি প্রকল্প জমির জন্য আটকে ছিল। আর কোনও কিছু আটকাবে না। একটি ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠার পর জমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বাধা বা জটিলতা ছাড়াই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর কাজ এগিয়ে যাবে।'' শুভেন্দুকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন রূপকার বলেও সম্বোধন করেন সুকান্ত। রোজগার মেলা নিয়ে সুকান্ত বলেন, “নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে ১৯তম রোজগার মেলায় যে কর্মসংস্থান হচ্ছে, তা অভূতপূর্ব। গোটা দেশে প্রায় একান্ন হাজার কর্মসংস্থান হল।

সিনেমার খবর

মা হওয়ার পর নিজের বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে মুখ খুললেন কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা হওয়ার পর জীবন যে আমূল বদলে যায়, তা আবারও প্রমাণ করলেন বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, মা হওয়ার আগের কিয়ারা আর পরের কিয়ারার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তার মতে, এখন তার জীবনের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য বদলে গেছে।

কিয়ারা জানান, মা হওয়ার পর একজন নারীকে ঘরের কাজ এবং সন্তানের যত্ন—দুই দিকেই সমান নজর দিতে হয়। তিনি বলেন, আমি সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছি, দীর্ঘ শিফটে কাজ করেছি। কিন্তু মা হওয়ার পর বুঝেছি, একজন মা বা গৃহিণীকে কতটা বেশি কাজ করতে হয়। এখন আমার লড়াইটা আগের চেয়ে দ্বিগুণ।

তিনি আরও বলেন, এখন যেকোনো কাজ করার আগে তিনি ভাবেন, তার মেয়ে বড় হয়ে এটি দেখলে কী ভাববে।

সন্তান জন্মের পর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করেন কিয়ারা। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জানান, হঠাৎ করেই ত্বকের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যা আগে তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলত। কিন্তু এখন তিনি জীবনের এই পরিবর্তনগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখেছেন। নিজের প্রতি সদয় হওয়া এবং নিজের জন্য সীমানা নির্ধারণ করতে তার প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছে তার।

গত ডিসেম্বরে কাজে ফিরেছেন কিয়ারা। মজার বিষয় হলো, প্রেগনেন্সির সাত মাস পর্যন্ত তিনি 'টক্সিক' সিনেমার জন্য অ্যাকশন দৃশ্যে শুটিং করেছেন। কিয়ারা জানান, মা হওয়ার পর এখন তিনি সবকিছুই একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন। এটি তাকে ক্যারিয়ারের পাশাপাশি জীবনের অন্যান্য দিক নিয়েও নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

বর্তমানে কিয়ারা আদভানি তার আগামী সিনেমা 'টক্সিক' এবং 'ওয়ার ২' এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে নজর কাড়লেন আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র আয়োজন কান চলচ্চিত্র উৎসব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী ও সমালোচকদের উপস্থিতিতে জমে উঠেছে এই আন্তর্জাতিক উৎসব।

১২ মে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে উৎসবটির ৭৯তম আসর। চলবে আগামী ২৩ মে পর্যন্ত। এবারের আসরে নিজের স্টাইল ও উপস্থিতি দিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট।

উৎসবে অংশ নিয়েই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একগুচ্ছ নতুন ছবি শেয়ার করেছেন আলিয়া।

সেখানে তাকে দেখা গেছে দৃষ্টিনন্দন প্যাস্টেল শেডের একটি গাউনে। ফরাসি সৈকতের নীল জলরাশি আর রোদেলা আবহাওয়ার সঙ্গে তার এই লুক যেন তৈরি করেছে আলাদা এক সৌন্দর্য।

ছবিগুলোতে প্যাস্টেল রঙের ফ্লোরাল প্রিন্টের গাউনে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। হালকা মেকআপ ও ছিমছাম হেয়ারস্টাইলে তাকে দেখাচ্ছিল বেশ স্নিগ্ধ ও আভিজাত্যপূর্ণ।

ভক্তদের মতে, এই পোশাকে আলিয়া ভাটকে অনেকটা রাজকন্যার মতো লাগছিল। সমুদ্রতীরের খোলা পরিবেশে তার প্রাণবন্ত উপস্থিতি মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনরা তার ফ্যাশন সেন্স ও সৌন্দর্যের প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন।

রাশমিকাকে নিয়ে কি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন কৃতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক সিনেমায় জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী। ফলে জল্পনাও ছিল তুঙ্গে। সাম্প্রতি রাশমিকা মান্দানার একের পর এক বক্স অফিস সাফল্য নজর কেড়েছে। অন্যদিকে কৃতি শ্যাননের অভিনয় প্রশংসিত হলেও ব্যবসায়িক সাফল্য ততটা ধারাবাহিক নয়—এমন তুলনা আলোচনাকে আরও উসকে দেয়।

২০১২ সালের সাইফ, দীপিকা ও ডায়ানা অভিনীত 'ককটেল'-এর সিক্যুয়েল নিয়ে আসছেন পরিচালক হোমি আদাজানিয়া। এতে শাহিদ কাপুরের সঙ্গে থাকছেন কৃতি শ্যানন ও রাশমিকা মন্দানা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে সহঅভিনেত্রীকে নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা কাজ করছে কি না? তবে এই জল্পনাকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন কৃতি।

তিনি বলেন, 'রাশমিকা একজন অত্যন্ত ইতিবাচক ও আন্তরিক মানুষ। ওর মধ্যে কোনও নেতিবাচকতা নেই, শুধু ভালোবাসা আর পজিটিভ এনার্জি। শুটিংয়ের সময় আমাদের দারুণ বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে।'

ইতিমধ্যেই ছবির কিছু ঝলক দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে, বিশেষ করে একটি গানের দৃশ্য নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। সম্প্রতি এই সিনেমা টিজার ও 'জব তলক' শিরোনামে গান মুক্তি পেয়েছে।

তবে অনেকের মতে, ২০১২ সালের 'ককটেল' সিনেমার জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। সেই ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোন, সাইফ আলি খান ও ডায়ানার অভিনয় আজও দর্শকদের মনে গেঁথে রয়েছে। এটি মুক্তি পাবে আগামী ১৯ জুন।

সব মিলিয়ে, প্রতিযোগিতার বদলে বন্ধুত্ব আর পেশাদারিত্বকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন কৃতি ও রাশমিকা। এখন দেখার, বড়পর্দায় তাঁদের এই জুটি দর্শকদের মন কতটা জয় করতে পারে।

যে কারনে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দলে নেই দিবালা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাওলো দিবালা ছিলেন আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে গোলও করেছিলেন তিনি। তবে পুরো টুর্নামেন্টে খুব বেশি সুযোগ পাননি এই ফরোয়ার্ড। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল মিলিয়ে মাঠে ছিলেন মাত্র ১৭ মিনিট।

তবুও বিশ্বকাপজয়ী দলের অংশ হওয়া ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় অর্জন। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ঘোষিত আর্জেন্টিনার প্রাথমিক ৫৫ সদস্যের দলেও জায়গা হয়নি দিবালার। ফলে এবার বিশ্বকাপে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে গেছে।

দিবালার বাদ পড়া অনেক ভক্তকে হতাশ করলেও বিষয়টি পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত নয়। প্রতিভাবান ফুটবলার হিসেবে তাঁর সুনাম থাকলেও দীর্ঘদিন ধরেই ফিটনেস সমস্যায় ভুগছেন তিনি। বিশেষ করে পেশির চোটের কারণে নিয়মিত খেলতে না পারা তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে দিবালাকে জাতীয় দলে ডাকেননি। সবশেষ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেছিলেন তিনি। সম্প্রতি এএস রোমা'র হয়ে পুরো ৯০ মিনিট খেললেও সেটি স্কালোনির আস্থা ফেরানোর জন্য যথেষ্ট হয়নি। এর আগে ২০২৪ কোপা আমেরিকার দলেও জায়গা পাননি দিবালা।

ক্লাব ফুটবলেও নিয়মিত খেলতে না পারা তাঁর দলে না থাকার আরেকটি কারণ। চলতি মৌসুমে ইনজুরির কারণে বারবার মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। রোমার হয়ে পুরো মৌসুমে মাত্র ছয় ম্যাচে সম্পূর্ণ সময় খেলেছেন দিবালা।

স্কালোনির কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিও দিবালার বিপক্ষে গেছে। আর্জেন্টিনা কোচ দ্রুতগতির আক্রমণ, উচ্চমাত্রার প্রেসিং এবং ডিফেন্সিভ ওয়ার্করেটকে বেশি গুরুত্ব দেন। সৃষ্টিশীল খেলোয়াড় হলেও অফ-দ্য-বলে দিবালার গতি ও প্রেসিংয়ের ধারাবাহিকতা তুলনামূলক কম। ফলে বর্তমান পরিকল্পনায় তাঁকে খুব একটা মানিয়ে নিতে পারছেন না স্কালোনি।

এ ছাড়া আর্জেন্টিনা এখন নতুন প্রজন্মের দিকে ঝুঁকছে। লিওনেল মেসি যুগের শেষভাগে এসে দলটি তরুণ ও গতিময় ফুটবলারদের বেশি সুযোগ দিচ্ছে। আক্রমণভাগে একাধিক বিকল্প থাকায় দিবালাকে নিয়ে আলাদা ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজনও দেখছেন না স্কালোনি।

২০১৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত আর্জেন্টিনার হয়ে ৪০ ম্যাচ খেলেছেন দিবালা, গোল করেছেন মাত্র চারটি।

লিগ ওয়ানের বর্ষসেরা দেম্বেলে

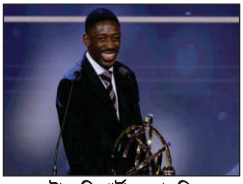

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উসমান দেম্বেলে এবার লিগ ওয়ানের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন। প্যারিস সেন্ট জার্মেইর এই তারকা ফরোয়ার্ড সতীর্থ ভিতিনহা এবং ম্যাসন গ্রিনউডকে পেছনে ফেলে এই সম্মান অর্জন করেন।

যদিও পুরো মৌসুমে মাত্র ৯টি ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন দেম্বেলে, তবুও তার পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে সবার। পুরস্কার হাতে নিয়ে মজার ছলে তিনি বলেন, 'আমার খেলার সময় হয়তো দ্বিগুণ হিসেবে ধরা হয়েছে কি না জানি না।'

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর দেম্বেলে জানান, মৌসুমজুড়ে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। ফলে নিয়মিত মাঠে নামার সুযোগ কম ছিল। তবে যতবার খেলেছেন, দলের জন্য নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মার্শেই ও লিলের বিপক্ষেও দলকে সহায়তা করার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় সতীর্থ ভিতিনহাকে নিয়েও হাস্যরস করেন দেম্বেলে। তিনি বলেন, ভিতিনহা দুর্দান্ত খেলেছেন এবং এই পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন। মজা করে আরও বলেন, হয়তো গোল কম করায় এই মিডফিল্ডার পুরস্কারটি পাননি। পাশাপাশি কোচ লুইস এনরিকে, ক্লাব স্টাফ ও পরিবারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ফরাসি উইঙ্গার।

বিতর্ক থাকলেও পরিসংখ্যান বলছে, মাঠে নামলেই প্রভাব ফেলেছেন দেম্বেলে। চলতি মৌসুমে লিগ ওয়ানে ২০ ম্যাচ খেলে তিনি করেছেন ১০ গোল, সঙ্গে রয়েছে ৬টি এসিস্ট।

২০২৮ পর্যন্ত বার্সেলোনায় থাকছেন হান্সি ফ্লিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হান্সি ফ্লিক আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য বার্সেলোনার দায়িত্বে থাকছেন। নতুন চুক্তির মাধ্যমে ২০২৮ সাল পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এই জার্মান কোচ নিজেই।

এর আগে সংবাদমাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার খবর প্রকাশিত হলেও মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানান ফ্লিক।

২০২৪ সালের মে মাসে কঠিন এক সময়ে বার্সেলোনার কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন সাবেক বায়ার্ন মিউনিখ কোচ। প্রথমে দুই বছরের চুক্তিতে যোগ দিলেও খুব অল্প সময়েই দলকে সফলতার পথে ফেরান তিনি। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম মৌসুমেই বার্সেলোনাকে জেতান লা লিগা, কোপা দেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ। পাশাপাশি দলকে পৌঁছে দেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে।

চলতি মৌসুমেও তাঁর অধীনে সাফল্য ধরে রেখেছে বার্সেলোনা। দলটি স্প্যানিশ সুপার কাপ ও লা লিগা শিরোপা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যদিও কোপা দেল রের সেমি-ফাইনাল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে।

সর্বশেষ ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদকে ২-০ গোলে হারিয়ে তিন ম্যাচ হাতে রেখেই টানা দ্বিতীয় লিগ শিরোপা নিশ্চিত করে বার্সা। পরদিন ছাদখোলা বাসে শিরোপা উদযাপন করে লাখো সমর্থকের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে দলটি।

চুক্তি নবায়ন নিয়ে ফ্লিক বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে তাঁকে এবং নতুন চুক্তি তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য আরও আত্মবিশ্বাস দেবে। তাঁর মতে, বার্সেলোনার মতো ক্লাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকলেও ধাপে ধাপে এগোনোটাই সবচেয়ে ভালো।

তিনি আরও জানান, ২০২৮ সাল পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে চান এবং সবকিছু ঠিক থাকলে ভবিষ্যতে আরও সময় বাড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR